Indian River System: ভারত ও উপদ্বীপীয় নদনদীর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেণীবিভাগ

ভারতের নদনদীকে মূলত তাদের উৎস এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হলো হিমালয় থেকে উৎপন্ন নদীতন্ত্র, অন্যটি উপদ্বীপীয় মালভূমি থেকে আসা নদী।

হিমালয় নদীতন্ত্র

হিমালয় থেকে জন্ম নেওয়া এই নদীগুলো সারা বছরই প্রবহমান থাকে। কারণ এগুলোর মূল উৎস হলো হিমবাহ এবং বরফ গলা জল।

01 প্রধান হিমালয় নদীসমূহ

নদী	উৎস	প্রধান বৈশিষ্ট্য
সিন্ধু	মানস সরোবর	দৈর্ঘ্য ২৮৮০ কিমি, সিন্ধু জল চুক্তি ১৯৬০
গঙ্গা	দেবপ্রয়াগ (অলকানন্দা ও ভাগীরথী)	দৈর্ঘ্য ২৫২৫ কিমি, ভারতে ২০৭১ কিমি
ব্রহ্মপুত্র	মানস সরোবর	ভারতে দিহাং নামে প্রবেশ, মাজুলি দ্বীপ

সিন্ধু নদীতন্ত্রের পাঁচটি প্রধান উপনদী রয়েছে— শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা এবং ঝিলাম। গঙ্গা নদীকে পুষ্ট করেছে যমুনা, কোশী, সোন, গোমতী, দামোদর এবং গন্ডকের মতো নদীগুলো। আবার ব্রহ্মপুত্রের উপনদীর তালিকায় রয়েছে তিস্তা, সুবর্ণশ্রী, কামেং, মানুষ, লোহিত ও বরাক। কোশী নদীকে যেমন বিহারের শোক বলা হয়, তেমনি দামোদর নদী পরিচিত বাংলার শোক হিসেবে।

উপদ্বীপীয় নদীতন্ত্র

উপদ্বীপীয় নদীগুলো মূলত বর্ষাকালের বৃষ্টির ওপর ভরসা করে চলে। হিমালয়ের নদীগুলোর তুলনায় এগুলোর বয়স অনেক বেশি।

02 প্রধান উপদ্বীপীয় নদীসমূহ

নদী	উৎস	বিশেষত্ব
গোদাবরী	ত্রিম্বকেশ্বর (মহারাষ্ট্র)	দক্ষিণ গঙ্গা নামে পরিচিত, ১৪৬৫ কিমি
কৃষ্ণা	মহাবালেশ্বর	দ্বিতীয় দীর্ঘতম উপদ্বীপীয় নদী, ১৪০০ কিমি
নর্মদা	অমরকন্টক	পশ্চিমবাহিনী নদী, ১৩১২ কিমি
তাপী	বেতুল (মধ্যপ্রদেশ)	পশ্চিমবাহিনী নদী
মহানদী	রায়পুর (ছত্তিশগড়)	ওডিশা ও ছত্তিশগড়ের প্রধান নদী
কাবেরী	ব্রহ্মগিরি	কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর নদী

আবল্লী পর্বত থেকে বের হয়ে লুনী নদী কচ্ছের রণে গিয়ে মিশেছে। অন্যদিকে, মাহী নদী এমন এক ধারা যা কর্কটক্রান্তি রেখাকে দুবার অতিক্রম করেছে।

03 মোহনা ও বদ্বীপের পার্থক্য

নদী যখন সমুদ্রে পড়ার আগে বদ্বীপ না তৈরি করে সরাসরি মোহনায় পৌঁছায়, তখন তাকে এস্টুয়ারি বা মোহনা বলা হয়। নর্মদা ও তাপী নদী এই এস্টুয়ারি তৈরি করে। তবে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও মহানদীর মতো নদীগুলো মোহনায় বদ্বীপ গড়ে তোলে।

এই বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝতে আমাদের কুইজে অংশ নিন।

 Take the Interactive Quiz